বিশ্ব বসতি দিবস ঃ "নগর সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা " উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ৭ই অক্টোবর ২০০২

গত শতাব্দীতে সূচিত বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আগামী আর দু'টো প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ লোক শহরে বসবাস করে থাকবে । মানবতার এক নতুন আবাসস্থল হবে নগর ।কিন্তু এটি এমন এক বসতি যেখানে আমাদের বহু পুরোনো ধ্যানধারনা , আচার-ব্যবহার , রীতি-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের স্হবির করে দেবে ; আমাদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধনে আমাদের অক্ষম করে দেবে ।

এর প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে- সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো বস্তিগুলোতে , যেখানে সহস্রাব্দ ঘোষণায় উল্লিখিত বহু সমস্যাই সাধারণ ভব্যতার গন্ডী লংঘন করে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে । এই নগর কেন্দ্রিক বিশ্বকে টেকসই করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নগর জীবন সংক্রান্ত আত্ম-উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরভাবে প্রস্তুত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ।

প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারসমূহ এবং তাদের শরীকদের সামর্থ্য এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে । স্থানীয় পর্যায়ে সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে ।

নগর সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা এই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে । বর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রেক্ষিতে নগরসমূহ অভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে ।

বহু নগরই বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং বায়ু দূষণের মতো সমস্যাগুলো মোকাবেলায় হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। কিন্তু দারিদ্র, অপরাধ, মাদকের অপব্যবহার ইত্যাদির মতো আরো ব্যাপক বিষয় রয়েছে, যেখানে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ব্যাপক বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ সুফল বয়ে আনতে পারে । আইনগত এবং বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে সহযোগিতাও নগরসমূহকে লোকপ্রশাসন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করতে পারে ।

যদি নগরই হয় মানব জাতির সামষ্টিক ভবিষ্যৎ , তবে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের এখনই সময় । আজকের এই বিশ্ব বসতি দিবসে আমি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ ও নগরবাসীদের মানবজাতির সকলের জন্যে একটি টেকসই আবাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের পন্থাসমূহ খুঁজে বের করা এবং সেই ব্যাপারে সহযোগিতার হস্ত প্রসারের আহবান জানাই।

** ** **